বিদ্যুৎ কুইক গাইড

একনজরে গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকের সমস্যা ও সমাধান

CUTS International

সূচিপত্র

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার পদ্ধতি	৩-৬
মিটারিং এবং বিলিং	৭-১১
বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবেন কিভাবে?	১২-১৪
রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ	১৫-১৬
অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি	১৯-২০
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নাবলী	২১-২২
বিদ্যুৎ বিষয়ে কিছু সাধারণ সতর্কতা	২৩-২৫

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার পদ্ধতি

❖ **একজন ইচ্ছুক গৃহস্থ গ্রাহক কি করে বিদ্যুতের সংযোগ পেতে পারেন?**

<u>ধাপ-১:</u>

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রথমত বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার স্থানীয় অফিস থেকে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে নতুন কানেকশন সম্পর্কিত বুকলেট জোগাড় করতে হবে অথবা **WWW.WBSEDCL.IN** -এর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

<u>ধাপ-২:</u>

এরপর বুকলেটের **Annexure-A** ফর্মটি সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করে এবং যে বাড়িতে কানেকশন নিতে হবে তার একটি স্কেচ বানিয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে জমা করতে হবে।

<u>ধাপ-৩:</u>

আবেদন জমা করার পরে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার প্রতিনিধি ৭ দিনের মধ্যে (পৌরসভা এলাকার জন্য) অথবা ১৫ দিনের মধ্যে (গ্রাম পঞ্চায়েৎ এলাকার জন্য) ইন্সপেকশন করতে আসবেন।

ধাপ-৪:

এরপর বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অফিস থেকে একটি কোটেশন বা হিসেব করে পাঠানো হবে। শহর এলাকার জন্য ইন্সপেকশনের ১৪ দিনের মধ্যে এবং গ্রাম এলাকার জন্য ইন্সপেকশনের ২৮ দিনের মধ্যে ওই কোটেশন পাঠানো হবে।

ধাপ-৫:

কোটেশন পাওয়ার ৯০ দিন বা তিনমাসের মধ্যে ওই গ্রাহককে কোটেশনের অর্থ সহ **Annexure-B** বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অফিসে জমা করতে হবে।

- **বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার কোটেশনে কি কি লেখা থাকে?**

ইন্সপেকশনের পরে যদি দেখা যায় ইচ্ছুক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে নতুন করে কোনো সাবস্টেশন তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে ইচ্ছুক গ্রাহককে **WBSEDCL** কোটেশন পাঠাবেন | সেই কোটেশনে সব মিলিয়ে আপনাকে মোট কত টাকা দিতে হবে **WBSEDCL**-কে তা লেখা থাকবে:

১. একজন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুতের কানেকশন নেওয়ার জন্য কত টাকা সার্ভিস কানেকশন চার্জ দিতে হবে।

২. একজন নতুন গ্রাহককে সিকিউরিটি ডিপোজিটের জন্য কত টাকা দিতে হবে।

৩. আবেদনকারী যদি মিটার কিনে নিতে চান তবে কত টাকা দিতে হবে।

❖ **নীচের ছবিতে সংক্ষেপে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার পদ্ধতিটি দেওয়া আছে:**

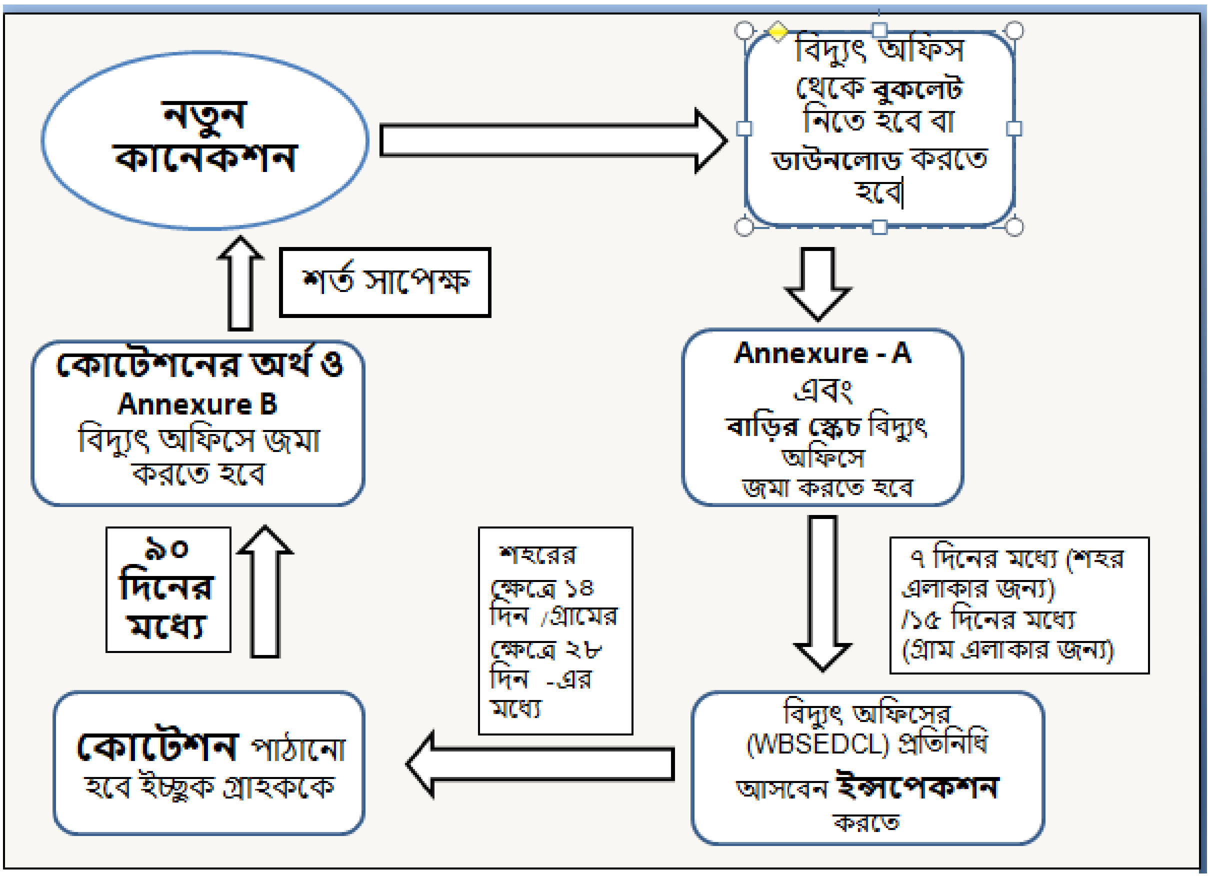

❖ **একজন গৃহস্থ গ্রাহকের নতুন কানেকশন নিতে গেলে কী কী তথ্য বা নথি জমা করা বাধ্যতামূলক?**

একজন গৃহস্থ গ্রাহকের নতুন কানেকশন নিতে গেলে বাসস্থানের যথার্থ ভোগদখলের অধিকারের প্রমাণ যেমন- আধার কার্ড / ভোটার কার্ড / পাসপোর্ট / পঞ্চায়েৎ বা পৌরসভার ট্যাক্সের বিল /টেলিফোন বিল ইত্যাদি তথ্য বা নথি জমা করা বাধ্যতামূলক।

❖ **নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য প্রতিটি গ্রাহকের সার্ভিস কানেকশন চার্জ হিসেবে কত টাকা দিতে হবে?**

একজন গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুতের আনুমানিক মোট কানেক্টেড লোডের উপর ভিত্তি করে সার্ভিস কানেকশন চার্জ বাবদ টাকা নেওয়া হয়।ঐ গ্রাহকের বাড়িতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপরে কিলোওয়াট বা কেভিএ তে যে রেটিং লেখা থাকে,তাকেই **কানেক্টেড লোড** বলে।

- **বিভিন্ন কানেক্টেড লোডের জন্য কানেকশন চার্জ হিসেবে বর্তমানে কত টাকা দিতে হবে তার একটা হিসেবে দেওয়া হলো :**

কানেকটেড লোড	সার্ভিস কানেকশন চার্জ
০.২ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**২০০ টাকা**
০.২ কিলোওয়াটের বেশি -- ০.৬ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**৪০০ টাকা**
০.৬ কিলোওয়াটের বেশি -- ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**১০০০ টাকা**
১ কিলোওয়াটের বেশি -- ২ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**২০০০ টাকা**
২কিলোওয়াটের বেশি -- ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**৩০০০ টাকা**
৩ কিলোওয়াটের বেশি -- ৪ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**৪০০০ টাকা**
৪ কিলোওয়াটের বেশি -- ৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**৮০০০ টাকা**
৫কিলোওয়াটের বেশি -- ৬ কিলোওয়াট পর্যন্ত	**১০০০০ টাকা**
৬ কিলোওয়াটের বেশি	**১০০০০ +২৫০০ (কানেক্টেড লোড -৬) টাকা**

❖ নতুন সংযোগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়মকানুন কী বলছে?

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের (**WBERC**) রেগুলেশন ২০১০ (যা ২০১৩ এবং ২০১৪-তে পরিমার্জিত করা এবং **WBSEDCL**-এর সার্ভিস কানেকশন প্রসিডিউর A (২০১০) এবং B (২০১০) থেকে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নতুন কানেকশন নেওয়ার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে পারি।

উপরের এই সব নিয়মাবলী থেকে আমরা বিদ্যুতের 'নতুন সংযোগ' বিষয়ে নীচের তথ্যগুলি জানতে পারি:

১. বাড়িতে সম্ভাব্য কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে তার উপর ভিত্তি করে কানেক্টেড লোড ঠিক করা,

২.একজন বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়ির বিদ্যুৎ কানেকশনটি কি ধরণের (লো ভোল্টেজ /মিডিয়াম ভোল্টেজ / হাই ভোল্টেজ)

৩.স্থায়ী অস্থায়ী এবং নির্মীয়মাণ বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ নিতে গেলে কি করতে হবে

৩.স্থায়ী অস্থায়ী এবং নির্মীয়মাণ বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ নিতে গেলে কি করতে হবে

৫. নতুন সংযোগ পেতে গেলে কত টাকা জমা করতে হবে,

৬. স্থায়ী, অস্থায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে গেলে কিরকম সময় লাগে

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ কমিশনের নিয়মকানুনগুলি বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত হয়। **WBSEDCL**- এর সার্ভিস কানেকশন প্রসিডিউর অর্থাৎ নতুন সংযোগ নেওয়ার পদ্ধতিও একইভাবে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ,তথ্য ,ছক, টাকা পয়সার হিসেবে ইত্যাদি যা যা দেওয়া থাকে সবই পরিবর্তনশীল এবং সংশোধনী এলে বা নিয়ম পরিবর্তিত হলে এগুলিরও বদল ঘটে। তাই বিভিন্ন সময়ে নতুন নিয়মগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎগ্রাহকদের **WWW.WBERC.NET** ওয়েবসাইটে নতুন নিয়মকানুনগুলি দেখে নিতে হবে। একইভাবে **WBSEDCL**-এর কাস্টোমার কেয়ার সেন্টারগুলোতে সার্ভিস কানেকশন প্রসিডিউরের বর্তমান প্রতিলিপি থাকবে , অন্যথায় **WWW.WBSEDCL.IN** ওয়েবসাইটেও পাওয়া যেতে পারে।

মিটারিং এবং বিলিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের (ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোড) রেগুলেশন, ২০১৩ অনুসারে WBSEDCL-কে তার গ্রাহকদের বাড়ি গিয়ে মিটার দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিলের প্রিন্টেড কপি গ্রাহকদের হাতে দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **স্পট বিলিং পদ্ধতি**। বিদ্যুতের বিলের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা দরকার যাতে সহজেই সাধারণ গ্রাহকরা বিলটা পড়ে বুঝতে পারেন।

❖ **একটি বিদ্যুতের বিলে কি কি তথ্য দেওয়া থাকে?**

১. সার্ভিস কানেকশন নাম্বার

২.বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময়সীমা

৩. কানেক্টেড লোড

৪. তিনমাস আগের রিডিং নেওয়ার তারিখ

৫. বর্তমান রিডিং নেওয়ার তারিখ

৬. বিলের তারিখ

৭. কনসিউমারের (গ্রাহক) ধরণ (ডোমেস্টিক, কমার্শিয়াল ইত্যাদি)

৮. কনজিউমার (গ্রাহক) আইডি

৯. মিটার নাম্বার

১০. তিনমাস আগের রিডিং

১১. বর্তমান রিডিং

১২. বর্তমান তিন মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হল

১৩. এডজাস্টমেন্ট ইউনিট (যেক্ষেত্রে থাকবে)

১৪. মোট ব্যবহার হওয়া বিদ্যুতের ইউনিট

১৫. ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড বা সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা

১৬. বিল-এর মাস

১৭. এনার্জি চার্জ

১৮. ফিক্সড/ ডিমান্ড /মিনিমাম চার্জ

১৯. মিটার ভাড়া

২২. ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি চার্জ

২৩. FPPCA/MVCA চার্জ

২৪. এডজাস্ট করা টাকার পরিমাণ (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

২৫. লেট্ পেমেন্ট সারচার্জ বা দেরি করে বিল জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত মাশুল

২৬. এরিয়ার/বকেয়াএনার্জি চার্জ (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

২৭. এরিয়ার/বকেয়া ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

২৮. গ্রস ডিমান্ড

২৯. সাবসিডি (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) বা ভর্তুকি

৩০. যথাসময়ে বিদ্যুতের বিলের টাকা জমা দেওয়ার জন্য রিবেট বা ছাড়

৩১. ডিউ ডেট বা বিল জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ

৩২. ডিউ ডেটের বা বিল জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টাকার পরিমাণ

৩৩. ডিউ ডেটের পরে টাকার পরিমাণ

৩৪. তিনমাসের বিল একসাথে ডিউ ডেটের বিল জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দিলে (LV/MV ডোমেস্টিক/বা ঘরোয়া এবং কমার্শিয়াল/ বাণিজ্যিক গ্রাহকদের তিন মাস বিলিংএর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ছাড় বা রিবেট

❖ বর্তমানে গ্রামীণ গৃহস্থ গ্রাহকদের বিদ্যুতের মাসুল কত?

WBERC-র দ্বারা স্বীকৃত সেই আর্থিক বছরের ট্যারিফ অর্ডারের (মাশুল নীতি) উপর ভিত্তি করে বিলের পরিমাণ হিসেবে করা হয়।বিলের বিস্তারিত বিন্যাস বা বিলটি সাজানো হবে WBERC-র রেগুলেশন (ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোড), ২০১৩ অনুসারে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যুৎ মাসুল তালিকা অনুযায়ী গ্রামীণ গৃহস্থ গ্রাহকের বর্তমান মাসিক বিদ্যুৎ মাসুল তালিকার ভাগ গুলি নীচে দেওয়া হল:

মাশুল	দাম /ইউনিট
প্রথম ১০২ ইউনিট	৫.২৬টাকা
পরবর্তী ৭৮ ইউনিট	৫.৮৬টাকা
পরবর্তী ১২০ ইউনিট	৬.৭৩টাকা
পরবর্তী ৩০০ইউনিট	৭.২৩টাকা
পরবর্তী ৩০০ ইউনিট	৭.৩২টাকা
৯০০ ইউনিটের উপরে	৮.৯৯টাকা

❖ আপনার বিদ্যুতের বিল টি হিসেব করবেন কি ভাবে?

নিম্নলিখিত টেবিলে একজন গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিল নমুনা হিসেবে দেওয়া হল:
ধরা যাক, একজন গ্রাহক তিন মাসে ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন - নীচের টেবিলে তারই হিসেব দেওয়া হলো-

কোন মাসের বিল	এনার্জি চার্জ **(A)** কত টাকার বিদ্যুৎ (গড়) ব্যবহার করেছেন	ফিক্সড/ ডিমান্ড / মিনিমাম চার্জ **(B)**	মিটার ভাড়া (টাকা) (C)	ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি **(D)**	MVCA / FPPCA চার্জ (যদি থাকে) **(E)**	এরিয়ার চার্জ (যদি থাকে) **(F)**	মোট চার্জ (mot biller poriman)(টাকা)
এপ্রিল	১৩২৩.৪০	১৫.০০	১০.০০	০.০০	-	-	১৩৪৮.৪০
মে	১৩২৩.৪০	১৫.০০	১০.০০	০.০০	-	-	১৩৪৮.৪০
জুন	১৩২৩.৪০	১৫.০০	১০.০০	০.০০	-	-	১৩৪৮.৪০

❖ আপনার বিল এর এনার্জি চার্জটা কি ভাবে হিসেব করবেন?

তিন মাসে ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন।

অতএব ১মাসে আপনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন- ৬০০ ইউনিট /৩ মাস =২০০ ইউনিট

আপনার মোট বিদ্যুৎ ব্যবহার =৬০০ ইউনিট

তাহলে আপনার এনার্জি চার্জ বিদ্যুতের মাসুল অনুযায়ী হিসেব করে আসবে:

ইউনিট	প্রতি ইউনিটের মূল্য (Rs)	মোট খরচ (ইউনিট X প্রতি ইউনিটের মূল্য)
১০২	৫ টাকা ২৬ পয়সা	৫৩৬.৫২
৭৮	৫ টাকা ৮৬ পয়সা	৪৫৭.০৮
১২০	৬ টাকা ৭৩ পয়সা	৮০৭.৬০
৩০০	৭ টাকা ২৩ পয়সা	২১৬৯.০০
৬০০		**৩৯৭০.২০**

❖ **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ**

বর্তমানে প্রতিটা বিদ্যুৎ বিলে ডোমেস্টিক গ্রাহকের সুবিধার জন্য এই তথ্যগুলো দেওয়া থাকে:

১. বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাশুল

২. ফিক্সড চার্জ হিসেবে কত টাকা নেওয়া হয়,

৩. বিদ্যুৎ বিলের টাকা দিতে দেরি করলে কত শতাংশ সুদ বা ডিলেড পেমেন্ট সারচার্জ হিসেবে দিতে হবে,

৪. অভিযোগ জানানোর জন্য টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া থাকে অর্থাৎ ফোন করলে পয়সা কাটবে না,

৫. বিদ্যুৎ চুরি বিষয়ে অভিযোগ জানানোর টোল ফ্রি নাম্বার (বিদ্যুৎ বিলে দেওয়া থাকে)

. ওমবাডসম্যানের ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য

প্রতিটি গ্রাহক তার বিদ্যুৎ বিলটি খুঁটিয়ে পড়লে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো জানতে পারবেন।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবেন কি ভাবে?

- **বিদ্যুৎ কি সাশ্রয় করা যায়?**

অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করাকে এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলা হয় ।এতে বিদ্যুতের বিল কম আসে এবং ফ্যান-লাইট ইত্যাদি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বেশীদিন কাজ করে।

- **বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করলে গ্রাহক,বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার কি লাভ ?**

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে একজন গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল কম আসে এবং ফ্যান-লাইট ইত্যাদি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বেশীদিন কাজ করে।

এক ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচালে ২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করার খরচ বেঁচে যায়। ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে খরচ হয় প্রায় ৪ - ৫ কোটি টাকা। সেই বিদ্যুৎ বাড়িতে পৌঁছে দিতে খরচ হয় আরো প্রায় ২ কোটি টাকা। এই সমস্তই সাশ্রয় করা সম্ভব যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ খরচ না করি!

- **একজন গৃহস্থ গ্রাহক কি ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারেন?**

১. অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ না খরচ করে,

২. বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী উপকরণ ব্যবহার করে(বিইই ষ্টার লেবেল দেওয়া বৈদ্যুতিন উপকরণ ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বেশি সাশ্রয় হবে) এখানে বলে দেওয়া ভালো যে বিইই ষ্টার লেবেল ১ষ্টার থেকে ৫ ষ্টার অব্দি হয়। একই মডেলের একই কোম্পানির একটি ৫ তারা উপকরণ একটি ১ তারা উপকরণের থেকে বেশী বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।

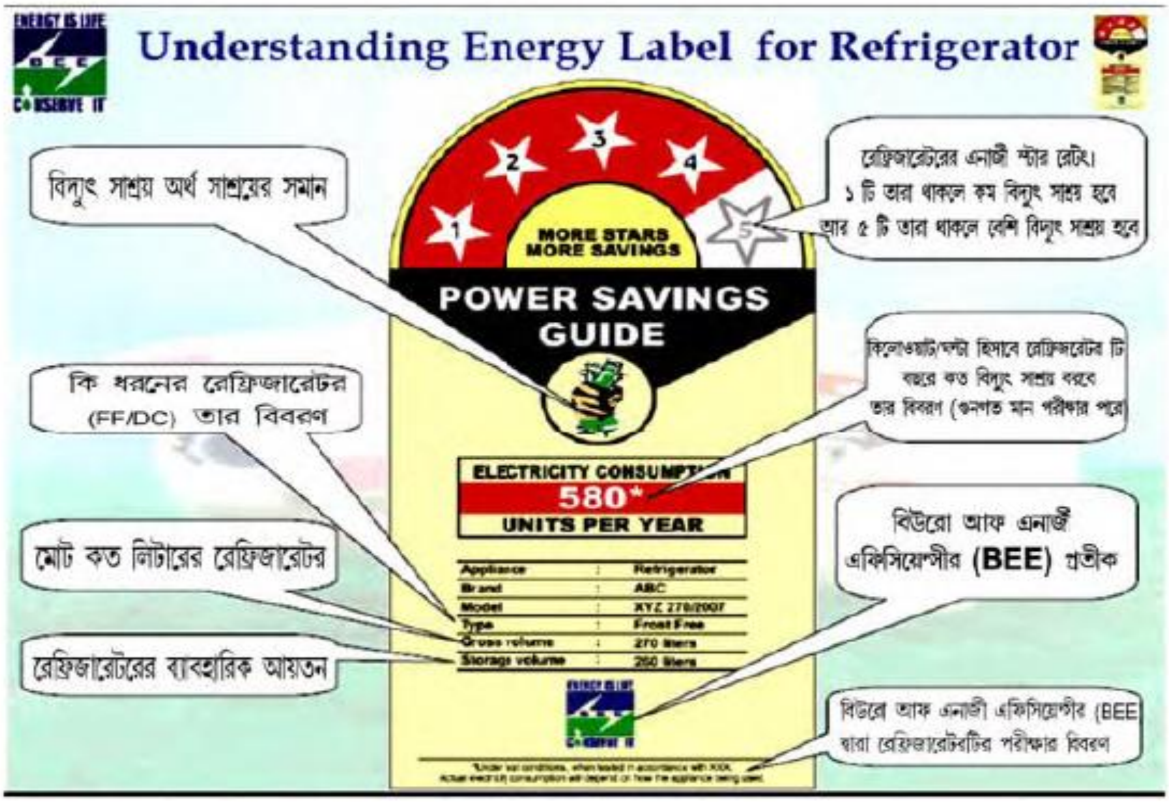

Figure 1একটি চারতারা ফ্রিজের ছবি

❖ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী উপকরণ ব্যবহার করে কতটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব ?

নীচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কোন ধরণের লাইট কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে:

বিভিন্ন ধরণের লাইট	**ইনক্যান্ডিসেন্ট বাল্ব**	**সি.এফ.এল**	**এল.ই.ডি বাল্ব**	**টি- ৮**	**টি-৫**
দাম (টাকা)	২০	১৫০	৩০০	২৫০	৭৫০

কত ঘন্টা দিন? (জীবনকাল ঘন্টা)	১০০০	১০০০০	৫০০০০	২০০০০	১৬০০০
ওয়াট (Watt) (A)	৬০	১৫	৮	৪০	২৮
আপনার বাড়িতে ক'টা লাইট আছে ? (B)	২	২	২	২	২
কত ঘন্টা চলে / প্রতিদিন (C)	৮	৮	৮	৮	৮
১ মাসে কদিন চলে	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
১ মাসে কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে (ইউনিট হিসেবে)	A*B*C =২৮.৮	৭.২	৩.৮৪	১৯.২	১৩.৪৪

রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ

প্রশ্ন: আমি আমার বাড়ির অব্যবহৃত ছাদে সোলার (সৌরবিদ্যুৎ) প্ল্যান্ট বসাতে চাই। আমি কি সেই প্ল্যান্টকে গ্রীডের সাথে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ পেতে পারি?

উত্তর: একজন প্রজেক্ট ডেভেলপার নিজেই একটি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার গ্রাহক হতে পারেন,অথবা গ্রাহক নাও হতে পারেন। তিনি রুফটপ পিভি সৌরবিদ্যুৎ শক্তিকে বসাবেন, উৎপন্ন করবেন এবং বিক্রি করবেন মিটারিং পদ্ধতির মাধ্যমে। একজন ব্যক্তি ,সরকারি সংস্থা,স্থানীয়অফিস,পঞ্চায়েত,অফিস,কো-অপারেটিভ,আবাসন,বেসরকারিসংস্থা, রিনিউয়েবেল এনার্জি সার্ভিস কোম্পানির অফিস ইত্যাদির ছাদে রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসাতে পারেন। ডেভেলপার ওই ছাদের মালিক বা ছাদের অংশবিশেষের আইনত মালিক হলে তবেই রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসাতে পারবেন।

গ্রীডে যুক্ত করার জন্য ,স্থাপনের সময়ে ওই রুফটপ সৌর প্ল্যান্টটির মোট উৎপাদন ক্ষমতা কমপক্ষে ৫ কিলোওয়াট বা তার বেশী হতে হবে। যদিও অদূর ভবিষ্যতে এই উৎপাদনক্ষমতা হয়ত ৫ কিলোওয়াটের কম হতে পারে। একটি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার সরবরাহ করা বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ৯০% রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে। বর্তমানে,প্রতি বছরের শেষে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ'এর পরিমাণ হিসেব করা হয়। গ্রাহক এই উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করেন যখন এটি পাওয়া যায় এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ WBSEDCL-এর গ্রীডে পাঠানো হয়।উৎপন্ন বিদ্যুতের যে অতিরিক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রাহক ব্যবহার করলেন তার উপর WBSEDCL বিল করবে।

প্রশ্ন: গ্রীড সংযুক্ত রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য বাড়িতে মিটার বসানো কি জরুরী?

উত্তর: একজন বৈধ গ্রাহকের বাড়িতে আগে থেকেই একটি মিটার থাকে,যার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা গ্রীড থেকে নেওয়া বিদ্যুতের পরিমাণ হিসেব করে। রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রীডে যাচ্ছে সেটি পরিমাপ করার জন্য আর একটি মিটার বসাতে হবে। এই দুটি মিটারের যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের রিডিং হবে তা প্রতিটা বিলিং পিরিয়ডে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রীডে দেওয়া হলো তার হিসেব করতে সাহায্য করবে। যথাযথ মিটার ভাড়া পাওয়ার পর বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা (এক্ষেত্রে WBSEDCL) মিটার এবং কানেকশন দেবে।

প্রশ্ন: রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য কতটা জায়গা প্রয়োজন?

উত্তর: ছাদে যন্ত্রপাতি বসানোর জায়গা বাদ দিয়ে একটি রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রজেক্টে প্রতি KWp(কিলোওয়াট পিক) উৎপাদনের জন্য ১৫ বর্গমিটার জায়গা প্রয়োজন। দিয়ে। যদিও প্রকৃতভাবে ১২ বর্গমিটার জায়গাতেই ১ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ শক্তি তৈরী করা সম্ভব। ১ মেগাওয়াট রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ শক্তি তৈরী করার জন্য প্রায় ৫ একর (১ একর = ৪০৪৬.৮৬ মিটার) জায়গা দরকার, অর্থাৎ মধ্যবর্তী যাতায়াতের জায়গা এবং সাব-স্টেশনের জায়গা সমেত প্রায় ২০বর্গমিটার প্রতি কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ শক্তি তৈরী করার জন্য প্রয়োজন।

প্রশ্ন: ১ কিলোওয়াট এবং তার বেশি সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের খরচ কেমন ?

উত্তর: সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের খরচ প্রতিটি যন্ত্রপাতি,যে সংস্থা সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্টটি বসাচ্ছেন এবং ছোটো,মাঝারি,বড়-কি ধরণের প্রজেক্ট তার উপর নির্ভর করে। রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট ,ব্যাটারি ছাড়া ,প্রতি ওয়াট সৌরবিদ্যুৎ বসানোর জন্য ১০০ টাকা অর্থাৎ ১ কিলোওয়াটের প্ল্যান্ট বসানোর জন্য ১,০০,০০০ টাকা খরচ পড়বে এবং ব্যাটারি সহ প্রতি কিলোওয়াট প্রায় ১,২০,০০০ টাকা খরচ পড়বে। একটি ৫কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানোর জন্য, ব্যাটারি ছাড়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যাটারি সহ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এককালীন খরচ হবে। একইভাবে,একটি ১০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ,ব্যাটারি ছাড়া খরচ হবে এককালীন ৬.৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যাটারি সহ ৮লাখ টাকা। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ নিউ এন্ড রিনিউয়েবেল এনার্জি (MNRE), মূলখরচের উপর ৩০% ভর্তুকি দেয়। এছাড়াও উপযোগিতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন ব্যাংকও ঋণ দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন: ১ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব?

উত্তর: সৌরবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন অনেকাংশেই সোলার রেডিয়েশনের তীব্রতা অর্থাৎ একটি এলাকায় কতটা তীব্র ভাবে সূর্যের আলো এসে পৌঁছাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। গুজরাট বা রাজস্থানের মোট সৌরবিদ্যুৎশক্তি সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কম। তবুও, ধরে নেওয়া যায়, ১ কিলোওয়াট সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্ল্যান্ট থেকে প্রতি বছরে প্রায় ১২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় বা প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি

❖ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ জানানোর আগে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন

অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ডস অফ পারফর্মেন্স অফ লাইসেন্সেস রিলেটিং টু কনজিউমার সার্ভিসেস) WBERC-র রেগুলেশন,২০১০ এবং সংশোধনী ২০১৩ এবং ২০১৪-এ বলা হয়েছে।এছাড়াও WBERC ২০১৩ সালে এই বিষয়ে একটি নিয়মাবলী তৈরী করেছে(গাইডলাইন্স ফর এস্টাব্লিশমেন্ট অফ ফোরাম ফর রিড্রেসল্ অফ গ্রিভানসেস অফ কন্সিউমার্স এন্ড টাইম এন্ড ম্যানার অফ ডিলিং উইথ সাচ্ গ্রিভানসেস বাই দা অম্বুডসম্যান)। একজন বিদ্যুৎ গ্রাহককে কমিশনের এই নিয়মাবলীগুলো পড়তে হবে। গ্রিভান্স রিড্রেসল্ অফিসারের(জি.আর.ও) কাছে যাওয়ার আগে একজন গ্রাহককে নিয়মগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ গ্রাহককে,প্রথমে লিখিতভাবে সেই অঞ্চল, ব্লক বা জেলার জি.আর.ও-কে অভিযোগ জানাতে হবে।লিখিত অভিযোগের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট হওয়া উচিৎ।রেগুলেশন অনুসারে,নির্দিষ্ট সময়সীমার (বর্তমানে, সমস্যার ৯০ দিনের মধ্যে) অভিযোগকারীকে লিখিত অভিযোগের তিনটি কপি জি.আর.ও-কে জমা করতে হবে। যদি ঐ অভিযোগকারীর অভিযোগটি কোর্টের বিচারাধীন হয় ,তাহলে তাকে লিখিত অভিযোগের একটি কপি এবং বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করতে হবে। যদি, এর আগে কোর্টের কোনো অর্ডার বেরিয়ে গিয়ে থাকে ,তাহলে সেই অর্ডার বা শুনানির এক কপিও জি.আর.ও-কে জমা দিতে হবে।

নীচে একজন জি.আর.ও'র কাজের পদ্ধতি এবং আইনগত অধিকার নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

❖ জি.আর.ও'র কাজের পদ্ধতি

গ্রাহকের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর জি.আর.ও আবেদনকারীকে চিঠি লিখে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (রেগুলেশন অনুযায়ী ৭ দিন) অভিযোগের প্রাপ্তিস্বীকার করবেন।

গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা (এক্ষেত্রে WBSEDCL) -দু পক্ষের বক্তব্য শোনার পর জি.আর.ও অভিযোগ প্রতিবিধানের পদ্ধতি এবং ক্ষতিপূরণসহ (যদি থাকে) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি খসড়া সেটেলমেন্ট অর্ডার (নিস্পত্তির নির্দেশ) প্রস্তুত করবেন, যেখানে দুইপক্ষের মতামত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে হবে যা জি.আর.ও ঠিক করে দেবেন। কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ যার যান্ত্রিক গোলযোগ আগে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে এমন হলেই শুনানির আগে জি.আর.ও সেটাকে সম্পূর্ণ করবেন।

খসড়া নিস্পত্তির নির্দেশের ভিত্তিতে কোনো এক পক্ষ / বা উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্য পাওয়ার পর, জি.আর.ও পরবর্তী শুনানির তারিখ ঠিক করবেন। তারপরে জি.আর.ও একটি যুক্তিসংগত নির্দেশ বার করবেন যাতে সমস্যার বিস্তারিত সমাধান এবং ক্ষতিপূরণের (যে

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কথা উল্লেখ করা থাকবে। নির্দেশটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে(আইন অনুসারে অভিযোগকারীকে প্রাপ্তিস্বীকার করার তারিখ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত) প্রকাশ করতে হবে। যদি খসড়া নির্দেশের বিষয়ে উভয় পক্ষের কিছু বক্তব্য না থাকে,তাহলে জি.আর.ও ওই যুক্তিসঙ্গত নিস্পত্তির নির্দেশটি আইন অনুসারে কোনো শুনানি ছাড়াই প্রকাশ করবেন।

জি.আর.ও'র আইনগত ক্ষমতা:

একজন জি.আর.ও নির্দিষ্ট একটি ব্লক /একটি জেলা/একটি এলাকা বা একটি অঞ্চলের সীমানার মধ্যে আইনগত ক্ষমতার অধিকারী। একজন জি.আর.ও তার সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে বসবাসকারী গ্রাহকের অভিযোগএবং সমস্যাগুলিকে মনোযোগ সহকারে শুনবেন। কর্পোরেট লেভেলের একজন জি.আর.ও (সি.জি.আর.ও) WBSEDCL–এর বিদ্যুৎ বন্টনের পুরো এলাকাতেই আইনগত ক্ষমতার অধিকারী। WBSEDCL–এর কর্পোরেট লেভেলের একজন সি.জি.আর.ও. নিজেই গ্রাহকের সমস্যার সমাধান করতে পারেন একজন জি.আর.ও'র মতোই অথবা তিনি জি.আর.ও'র কাছেও সমস্যাটি পাঠাতে পারেন, গ্রাহক কে একটি কপি লিখে, আইন অনুসারে সমস্যার নিস্পত্তি করার জন্য এবং তিনি সমস্যা মিটে যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি দেখভাল করবেন

- ### বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ থাকলে ওমবাডসম্যানের কাছে কি করে আবেদন করবেন?

যদি WBSEDCL- জি.আর.ও বা সি.জি.আর.ও'র নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা না নেয় অথবা কোনো গ্রাহক যদি জি.আর.ও বা সি.জি.আর.ও'র শুনানিতে খুশি না হন অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জি.আর.ও বা সি.জি.আর.ও'র কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা শুনানি না পান,তাহলে আইন অনুযায়ী ওমবাডসম্যানের কাছে লিখিত আবেদন করা যেতে পারে।

- ### বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ থাকলে ওমবাডসম্যানের কাছে আবেদন করার পদ্ধতি:

একজন গ্রাহক ওমবাডসম্যানের কাছে আবেদন করার আগে তাকে একজন জি.আর.ও বা একজন সি.জি.আর.ও'র কাছে অভিযোগ জানাতেই হবে। ওমবাডসম্যান WBSEDCL- এর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে তাঁর নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট চাইতে পারেন। তিনি WBSEDCL-কে সেই রিপোর্টের এক কপি গ্রাহককেও পাঠাতে বলতে পারেন । অভিযোগসহ সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পর(যদি থাকে) এবং WBSEDCL-র রিপোর্ট (যদি থাকে) ওমবাডসম্যান দু'পক্ষকে শুনানির একটা সুযোগ দিয়ে সমস্যার বিতর্কিত অংশটি নিয়ে একটি খসড়া নিস্পত্তির নির্দেশ লিখবেন। সেই ব্যাপারে উভয় পক্ষকে তাদের মতামত জানাতে হবে। কতদিনের মধ্যে মতামত জানাতে হবে তা ওমবাডসম্যান ঠিক করে দেবেন। খসড়া নির্দেশের উপর উভয়পক্ষের মতামত শোনার পর , ওমবাডসম্যান আবার একটি শুনানির ব্যবস্থা করবেন। এই শুনানির পরে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রকাশ করবেন । ওই নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বা অন্যান্য কোনো যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ পালনের কথা উল্লেখ করা থাকবে। আইন অনুসারে WBSEDCL-কে

ওমবাডসম্যানের নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করতে হবে। যদি WBSEDCL নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওমবাডসম্যানের নির্দেশ না মানে,গ্রাহক ওমবাডসম্যানের নির্দেশ অমান্য করার আইন অনুসারে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

WBSEDCL-এর কল সেন্টার

WBERC-র আইন অনুসারে একটি অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা আছে। WBSEDCL ইতিমধ্যেই কল সেন্টার পরিষেবা চালু করেছেন যেখানে গ্রাহকরা সরাসরি ফোন করে তাদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারেন।

যে ধরণের অভিযোগ কল সেন্টার নিতে পারে:

বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, খারাপ মিটার এবং বিল সংক্রান্ত সমস্যা

মিটার বিল সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না জানা

বিদ্যুৎ চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জন্য টোল ফ্রি নাম্বার: ১৮০০ ৩৪৫ ৫২২০

জলপাইগুড়ি জেলার জন্য টোল ফ্রি নাম্বার: ১৮০০ ৩৪৫ ৩২০৬ /৫২২১

এছাড়াও বর্তমানে WBSEDCL-এর "**বিদ্যুৎ সহযোগী**" মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যায়।

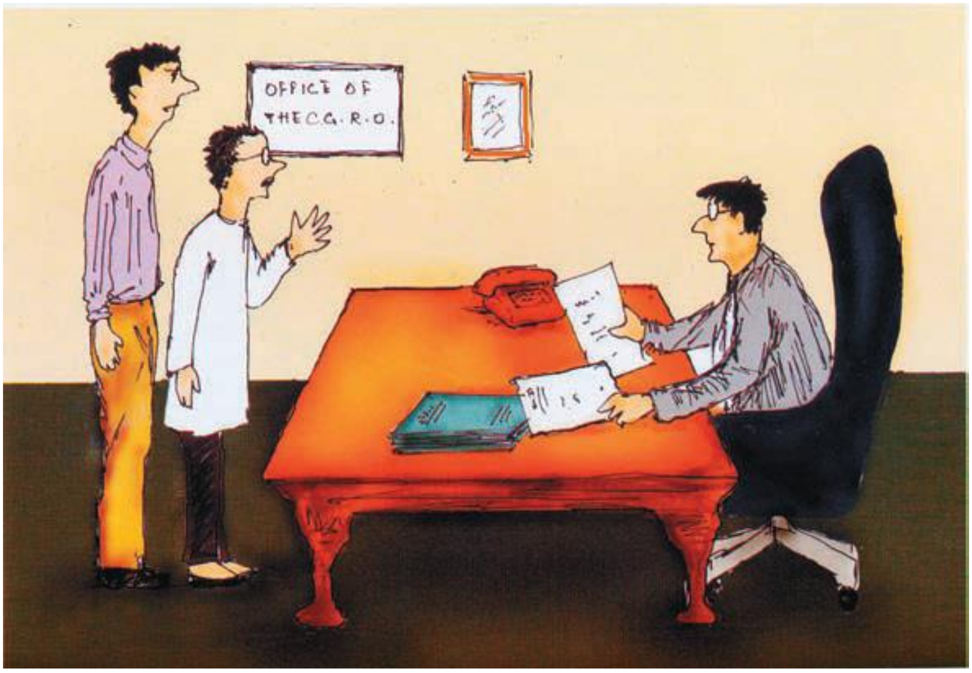

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নাবলী

ইলেক্ট্রিকাল এনার্জি (বৈদ্যুতিক শক্তি): ইলেকট্রন নামক কণার স্থানান্তর বৈদ্যুতিক শক্তির জন্ম দেয়।বিদ্যুৎ চমকানো এবং বাড়িতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ হলো বৈদ্যুতিক শক্তির দুটি উদাহরণ।

ইলেক্ট্রিক কারেন্ট (বৈদ্যুতিক কারেন্ট): ইলেকট্রিক কারেন্ট দু'প্রকার। ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডি.সি. এবং অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এ.সি।

ডাইরেক্ট কারেন্ট: অপরিবর্তনশীল, একমুখী ইলেকট্রিক কারেন্ট (উদাহরণ: ব্যাটারি থেকে যে কারেন্ট পাওয়া যায়)

অল্টারনেটিং কারেন্ট: এই ধরণের কারেন্ট যা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার অভিমুখ বদলায় এবং প্রতি সেকেন্ডে নির্দিষ্টবার ঘটে (উদাহরণ: বাড়িতে জেনারেটার থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ,বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ)

ভোল্টেজ,কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স -এর মধ্যে সম্পর্ক :

রেজিস্ট্যান্স = ভোল্টেজ / কারেন্ট

রেজিস্ট্যান্সের এস.আই একক হলো ওহম

কারেন্টের এস.আই ইউনিট - এম্পিয়ার

কিলোভোল্ট এম্পিয়ার - (কেভিএ) - কিলোভোল্ট এবং এম্পিয়ারের গুণফল।একে এপারেন্ট পাওয়ারও বলা হয়।

একটি সিঙ্গল (১) ফেজ ইলেক্ট্রিকাল সার্কিটের ক্ষেত্রে, এপারেন্ট পাওয়ার (কেভিএ) = ভোল্টেজX এম্পিয়ার/১০০০

একটি থ্রি (৩) ফেজ ইলেক্ট্রিকাল সার্কিটের ক্ষেত্রে, এপারেন্ট পাওয়ার (কেভিএ) =√৩X ভোল্টেজ X এম্পিয়ার/১০০০

কেভিএআর (রিএক্টিভ পাওয়ার)- কেভিএআরকে রিএক্টিভ পাওয়ার বলে। এপারেন্ট পাওয়ারের যে অংশ কোনো কাজ করেনা তাকে রিএক্টিভ পাওয়ার বলে।

কিলোওয়াট -এক্টিভ পাওয়ার - এপারেন্ট পাওয়ারের যে অংশ কাজ করে তাকে কিলোওয়াট বা এক্টিভ পাওয়ার বলে।

একটি সিঙ্গল (১) ফেজ ইলেক্ট্রিকাল সার্কিটের ক্ষেত্রে, (কিলোওয়াট)= ভোল্টেজX এম্পিয়ারX পি.এফ /১০০০

একটি থ্রি (৩)ফেজ ইলেক্ট্রিকাল সার্কিটের ক্ষেত্রে , (কিলোওয়াট)= ১.৭৩২Xভোল্টেজX এম্পিয়ারX পি.এফ /১০০০

পাওয়ার ফ্যাক্টর: একটিভ পাওয়ার এবং এপারেন্ট পাওয়ারের -এর অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বা পি.এফ বলে।

কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড: একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে একজন গ্রাহক তার বিদ্যুৎ সংস্থার থেকে যত পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দাবী করেন। কেভিএ বা কিলোওয়াট একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন গ্রাহক ও তার বিদ্যুৎ সংস্থা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করার চুক্তি করেন তাকেই কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড বলা হয়।

ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড: কোনো একটি মাসের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ গড় বিদ্যুৎ চাহিদাকে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে,প্রতিটা চাহিদার সময়কাল গড়ে ৩০ মিনিট , তবে ১৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত সময়কালও হতে পারে। একটি ডিজিটাল এনার্জি মিটার দিয়ে এই চাহিদা পরিমাপ করা যেতে পারে।

কানেক্টেড লোড: (সংযুক্ত লোড) গ্রাহকের বাড়িতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের গায়ে কিলোওয়াট বা কেভিএ তে যে রেটিং লেখা থাকে,তাকেই সংযুক্ত লোড বলে।

ডিমান্ড ফ্যাক্টর: ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড এবং কানেক্টেড লোডের অনুপাতকে ডিমান্ড ফ্যাক্টর বলা হয়।

লোড ফ্যাক্টর: এভারেজ লোড এবং ম্যাক্সিমাম লোডের অনুপাতকে লোড ফ্যাক্টর বলা হয়।

এল.এফ = এভারেজ লোড /ম্যাক্সিমাম লোড

এল.এফ = ২৪ ঘন্টায় কত বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে / ওই সময়ের ম্যাক্সিমাম লোড X ২৪ ঘন্টা

কোনো বিদ্যুৎ সংস্থার ইলেকট্রিক বিলের গণনা: বিদ্যুৎ সংস্থা বা বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল গ্রাহকদের মধ্যে শুধুমাত্র কিলোওয়াট-ঘন্টার উপরই যে নির্ভর করে তা নয়, প্রতি মাসের পিক ডিমান্ডের উপর নির্ভরশীল।

টাইম অফ ডে (টাইম অফ ডে) মাশুল: অনেক বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা তার অন্তর্গত বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট গুলোর উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা প্ল্যান্টগুলিকে অফ- পিক ঘন্টা অর্থাৎ দিনের যে সময়ে বিদ্যুতের ব্যবহার সবচেয়ে কম (মূলত রাত্রির সময়) সেই সময় বেশি বিদ্যুৎ এবং পিক ঘন্টা অর্থাৎ দিনের যে সময়ে বিদ্যুতের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী (মূলত দিনের বেলায়) সেই সময় কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এই নিয়ম অনুসারে , টি.ও.ডি মাশুল একদিকে লাভজনক এবং অন্যদিকে ক্ষতিকরও। টাইমার কন্ট্রোল অনুযায়ী এনার্জি মিটার যন্ত্রটি পিক এবং নন-পিক সময়ে বিদ্যুতের ব্যবহার রেকর্ড করবে। কারণ পিক ঘন্টার মাশুলের থেকে অফ পিক ঘন্টার মাশুল বেশ কিছুটা কম।

বিদ্যুৎ বিষয়ে কিছু সাধারণ সতর্কতা

ইলেক্ট্রিসিটি এক্ট ,২০০৩ এর সেকশন ১৭৭ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ,সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি (CEA) একটি বিজ্ঞপ্তি বার করেছেন,যেটি হল সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি(বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সতর্কতা বিষয়ক) রেগুলেশন, ২০১০০ এর সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলির সাথে ,যেখানে বিদ্যুৎ বিষয়ক সতর্কতার বিভিন্ন নিয়মকানুন সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকদের সেই বিষয়ে জানাতে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত গাইডলাইন দেওয়া হলো :

১. যে কোনো বিদ্যুতের লাইন সরানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সবসময় একজন লাইসেন্সড ইলেক্ট্রিকাল টেকনিশিয়ান দিয়ে করানো উচিৎ।

২. বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় জলের ব্যবহার না করাই ভালো। ভেজা হাতে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ধরা বা সরানো উচিৎ নয়। এটি বিদ্যুতের পরিবহন বাড়িয়ে দেয়। সবসময় বিদ্যুতের অপরিবাহী কোনো বস্তুর (যেমন কাঠের তক্তা এবং শুকনো রবারের চটির) উপর দাঁড়িয়ে এবং শুকনো হাতে কাজ করা উচিৎ।

৩. ছেঁড়া প্লাগ, বা ড্যামেজ হয়ে যাওয়া ইন্সুলেশন সমেত কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

৪. বাড়ির বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎ মেন্ বন্ধ করে কাজ করা উচিৎ। সেইসময় কোনো একটি চিহ্ন/সাইনবোর্ড দিয়ে যদি বাড়ির কাউকে ওই বিদ্যুৎ মেন্ অন করতে মানা করে দেওয়া হয় তাহলেও দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারে।

৫. হাতে অপরিবাহী রবার গ্লাভস এবং চোখে গগলস পরে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা উচিৎ।

৬. বিদ্যুতের তারে ভিজে জামা-কাপড় শুকোতে দেওয়া উচিৎ না।

৭. বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি খোলা পড়ে থাকলে তা থেকে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে,তাই এই ধরণের যন্ত্রপাতি এবং তারসমূহকে খেয়াল করে এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ।

৮. বিদ্যুৎ বা কারেন্ট থাকা অবস্থায় (এনার্জাইজড) কোনো যন্ত্রপাতি সারানো উচিৎ নয়। প্রথমে একটি টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ সেটির মধ্যে কারেন্ট আছে কি নেই। যখন একটি বৈদ্যুতিক টেস্টার একটি লাইভ বা উত্তপ্ত তারকে স্পর্শ করে, তখন টেস্টারের মধ্যে থাকা বাল্ব জ্বলে উঠে বুঝিয়ে দেয় যে ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মধ্যে কারেন্ট আছে। প্রতিটা তার,সার্ভিস প্যানেলের বাইরের ধাতব কভারিং এবং যে কোনো ঝুলন্ত তার টেস্টার দিয়ে যে কোনো কাজ শুরু করার আগে দেখে নেওয়া উচিৎ।

৯. কোনো উঁচু জায়গা যা বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার ক্ষেত্রে স্টিল বা এলুমিনিয়ামের মই ব্যবহার করা উচিৎ নয়।এর বদলে বাঁশ,কাঠ বা ফাইবার মই ব্যবহার করা উচিৎ।

১০. প্রতি বছর, অন্তত একবার বর্ষার আগে বাড়ির বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রটেকশন যন্ত্রপাতি যেমন -ফিউজ, এম.সি.বি. সুইচ, আর্থিং সিস্টেম ইত্যাদি কোনো ইলেক্ট্রিসিয়ানকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ।

১১. বাড়িতে সবসময় যথাযথ বিদ্যুৎ রেটিংয়ের সঙ্গে একটি মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB) বা ফিউজ ব্যবহার করা উচিৎ। শর্ট সার্কিট বা অতিরিক্ত তড়িৎপ্রবাহ ইত্যাদি ঘটলে ফিউজ এবং এম.সি.বি লাইভ তার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যথাযথ ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার নির্বাচন করা জরুরি। সাধারণভাবে, সাধারণ সার্কিট কারেন্টের ১৫০% রেটিং ফিউজে দেওয়া হয়ে থাকে। ১০ এম্পিয়ার বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ,একটি ১৫ এম্পিয়ার ফিউজ শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করবে ,অন্যদিকে একটি ৯.৫ এম্পিয়ারের ফিউজ উড়ে যাবে। সবসময় যথাযথ রেটেড ফিউজ ব্যবহার করা উচিৎ এবং বড় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য হেভি রেটেড ফিউজ ব্যবহার করা উচিৎ নয়।বাড়িতে ব্যবহৃত যাবতীয় ইলেকট্রিক বাল্ব,ফ্যান,ওয়াসিং মেশিন,টি.ভি,ফ্রিজ ইত্যাদি সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রেটিংয়ের যোগফলের ১৫০% হবে ওই বাড়ির সঠিক ইলেক্ট্রিকাল ফিউজের রেটিং। যদিও এই ক্ষেত্রে সবসময়ই একজন লাইসেন্সড ইলেকট্রিশিয়ানের মতামত নেওয়া জরুরি,যাতে কোনো ধরণের বৈদ্যুতিক বিভ্রাট না হয়। মাটির তলার কেবলের সাথে কাজ করা বিপজ্জনক। তারের কাছে থাকা স্যাঁতসেঁতে মাটি বিদ্যুতের সুপরিবাহী এবং এক্ষেত্রে গ্রাউন্ড ফল্ট দেখা যেতে পারে। কোদাল বা শাবল দিয়ে মাটি কোপাতে গেলে মাটির নীচের ওয়ারিং সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই হাতে অপরিবাহী গ্লাভস পরে মাটি খোঁড়া উচিৎ।

১২. সবসময় একটা অপরিবাহী টেপ ভালো করে ইলেকট্রিক বোর্ডের বা সার্ভিস প্যানেলের লাইভ তারের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা উচিৎ নয়ত লাইভ তারের খোলা দিকের সঙ্গে নিউট্রাল দিকটি জুড়ে গিয়ে শর্ট সার্কিট হতে পারে।কপার তারের শেষপ্রান্ত দুটিকে অপরিবাহী টেপটি বিদ্যুৎ পরিবহনে বাধা দেয়,ফলে ভুল করে কপার তারের শেষপ্রান্তে হাত ঠেকে গেলেও কোনো ধরণের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচা যায়।

১৩. সার্কিট বোর্ডের সঙ্গে সোল্ডারিংয়ের সময়ে খেয়াল রাখা উচিৎ, গগলস পড়া উচিৎ এবং আগুনের শিখা থেকে দূরে থাকা উচিৎ। সোল্ডার আয়রণকে স্ট্যান্ডে রেখে দেওয়া উচিৎ,কারণ এটা খুব সহজেই গরম হয়ে যেতে পারে এবং পুড়ে যেতে পারে।

১৪.ইলেক্ট্রিশিয়ান,ছুতোর মিস্ত্রি এবং বাড়ির মালিকরা প্রায়শই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। প্রতি বছরে বহু মানুষ ইলেক্ট্রিকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হন বা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন।

১৫. কাজ করার আগে একবার দেখে নেওয়া দরকার তারগুলি গরম আছে কিনা। নাহলে সামান্য একটি লাইট ঠিক করতে গিয়েও কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত দু তিনবার পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার, কোনো বিদ্যুৎ থেকে গিয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে যথাযথ ইলেক্ট্রিকাল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোনো লাইসেন্সড ইলেক্ট্রিসিয়ানকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ। লাইট সারানো ছাড়াও সামগ্রিক ভাবে বাড়ির সমস্ত ইলেক্ট্রিকাল সার্কিট এবং বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করানো উচিৎ।

১৬. বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্কতার বিষয়ে অবহেলা এবং গা-ছাড়া মনোভাব বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ঘটার কারণ। মানুষের ব্যবহারের সাথে যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটে এবং যেভাবে সেগুলির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরের সাধারণ গাইডলাইন মেনে চললে বিদ্যুৎ বিষয়ক অধিকাংশ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।